بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯শে আগস্ট, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গত সপ্তাহে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর বিভিন্ন প্রতিকূলতা বিশেষ করে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শান্তিপূর্ণভাবে জলসা আয়োজন করা হয় এবং খুবই উত্তমভাবে জলসার এই তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে এবং সফলভাবে জলসা সমাপ্ত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও জামাতকে সকল প্রকার উৎকণ্ঠা এবং অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। জলসার যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল, যার উল্লেখ আপন পর সবাই করেছে, এবং যা সবাই নিজেদের মাঝে অনুভব করেছে, আল্লাহ্ তা'লা করুন এর প্রভাব যেন সর্বদা বজায় থাকে। আর আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হয়ে এই অঙ্গীকারের সাথে তাঁর সামনে ঝুঁকে থাকি যে, ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দানের যে অঙ্গীকার আমরা করেছি এবং জলসার যে সব বিষয় আমাদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে সেগুলোকে সর্বদা নিজেদের জীবনের অংশ করে নেয়ার চেষ্টা করে যাব। আমাদের সর্বদা এই দোয়া করতে থাকা উচিত যে, হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর তোমার যে কৃপাবারি বর্ষিত হচ্ছে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত সুসংবাদ সমূহ তুমি যেভাবে পূর্ণ করে যাচ্ছ তা আমাদের কোন ভুল-ত্রুটি ও অযোগ্যতা এবং অকর্মণতার কারণে আমাদের জীবনের অংশ হওয়া থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না। আমাদের এই দোয়া করা উচিত, হে আল্লাহ্! সৎকাজ করার তৌফিকও তোমার কাছ থেকেই পাওয়া যায় এবং তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তিও তোমা হতেই লাভ হয়। তোমার অনুগ্রহেই আমরা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারি। আমাদের তুচ্ছ চেষ্টা-প্রচেষ্টায়ও সর্বদা বরকত প্রদান করতে থাক এবং আমাদেরকে সর্বদা সেসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর যারা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা এবং সর্বদা তোমার সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখে। আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমরা যেন তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে আল্লাহ্ তা'লার এই ঘোষণার প্রকাশস্থল হতে থাকি যে, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (সূরা ইবরাহীম: ৮) অর্থাৎ যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দিব। তোমাদের আরো বেশি দিব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জলসার কর্মকান্ড জলসার পূর্বেই শুরু হয়ে যায় এবং সেগুলো করার জন্য খোদ্দাম, আতফাল, আনসাররা ওয়াকারে আমল বা স্বেচ্ছাসেবার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করে। জলসার দু'তিন সপ্তাহ পূর্বেই এই কাজ শুরু হয়ে যায় যেমনটি আমি পূর্বেও বিগত খুতবায় উল্লেখ করেছি আর প্রায় দু'সপ্তাহ পর পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা, অর্থাৎ সমস্ত জিনিসপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম গোটানোর কাজ চলতে থাকে। আর অত্যন্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সাথে তারা ওয়াকারে আমল করে থাকে এবং সেইসাথে জলসায় ডিউটিও দিয়ে থাকে। আহমদীয়া জামাত যুক্তরাজ্যের জলসা যুগ খলীফার উপস্থিতির কারণে এক দিক থেকে আন্তর্জাতিক জলসায় রূপ নিয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে প্রতিনিধিরা এখানে আসে। কিন্তু এবার এই জলসার ব্যবস্থাপনা বা স্বেচ্ছাসেবীদের দিক থেকেও এটি এক আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। গত বছরও কানাডা থেকে খাদেমরা ওয়াকারে আমলের জন্য

এসেছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা স্বল্প ছিল আর সুচারুরূপে তাদের দিয়ে কাজ করানোও সম্ভব হয়নি। অথবা সময় স্বল্পতার দরুন তারা সঠিকভাবে সেবা দিতে পারেনি। এ বছর যে শুধু উত্তম পরিকল্পনা করা হয়েছে তাই নয় বরং আমার জানামতে এই সুপরিকল্পনার কারণে খুবই উত্তম কাজ হয়েছে বরং সংখ্যাও গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এছাড়া এ বছর আমেরিকা থেকেও খাদেমরা ওয়াকারে আমলের জন্য আসে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে এই ওয়াকারে আমলের কাজও এখন আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে। কর্মীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসে। আমেরিকার অধিকাংশ খোদ্দাম জলসার পূর্বে কাজ করেছে আর কানাডা থেকে আগত ১৫০ জনেরও অধিক খোদ্দাম জলসার পরবর্তী ওয়াইন্ডআপ বা গোটানোর কাজ করেছে। যুক্তরাজ্য খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব আমাকে জানিয়েছেন, বহিরাগত এসব খোদ্দাম কেবল অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথেই কাজ করেনি বরং খুব সুন্দর পরিকল্পনা এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কাজ করেছে। আর তারা খুব দ্রুত এই কাজ সমাপ্তও করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন। যুক্তরাজ্যের খোদ্দাম আতফাল যারা ওয়াকারে আমল করেছে এবং ডিউটি দিয়েছে তারাও নিশ্চিতরূপে আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারী। তারাও কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছে এবং সর্বদা করে থাকে। এছাড়া অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের খোদ্দাম ও আতফাল যারা ডিউটি দিয়েছে তাদের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীদের যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তা এবং সেসব খোদ্দাম আতফাল কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। অনুরূপভাবে কানাডা ও আমেরিকা থেকে আগত খোদ্দামদের প্রতিও তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদেরকে এমনসব স্বেচ্ছাসেবী প্রদান করেছেন যারা ইউরোপ এবং পাশ্চাত্যের এসব দেশে বসবাসকারী ও লালিত-পালিত আর তারা নিঃস্বার্থভাবে কাজও করে থাকে।

যুক্তরাজ্যের প্রায় ছয় হাজার ছেলে-মেয়ে, পুরুষ, মহিলা এবং শিশু-কিশোররা জলসার অতিথিদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। এসবই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, তিনি এত অধিক সংখ্যায় কর্মীবাহিনী দান করেছেন যারা টয়লেট পরিষ্কার থেকে আরম্ভ করে খাবার প্রস্তুত করা, খাবার খাওয়ানো এবং এছাড়া জলসা গাহ্'র বিভিন্ন কাজ যেমন সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা থেকে পার্কিং এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করা এরপর সেসব গোটানো পর্যন্ত অত্যন্ত নৈপুণ্য, দক্ষতা এবং পরিকল্পনার সাথে কাজ করতে থাকেন। এমন দৃশ্য আমরা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখতে পাই না। অতএব এই কর্মীরা আমাদের কাছে পরম কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকার রাখে। আর একইভাবে সেই কর্মীদেরও বা যারা কাজ করেছে সেসব স্বেচ্ছাসেবীকেও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি তাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার সুযোগ প্রদান করেছেন। আর তাদের এই দোয়া করা উচিত যে, ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি এই খিদমত বা সেবা করার তৌফিক প্রদান করেন। বহিরাগত অতিথিরা এ বিষয়ে পরম বিস্ময়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন যে, কীভাবে শিশু-কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধদের কাজ করতে দেখে তারা প্রভাবিত হয়েছেন। এখন কতিপয় অতিথির অভিব্যক্তি বর্ণনা করছি।

জলসার অনুষ্ঠানমালা এবং কর্মীরাও এমন নীরব তবলীগ করে থাকে যা তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হয় যা আমরা বিভিন্ন বই পুস্তক বিতরণ এবং অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে করে থাকি।

বেনীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এই জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেছি যারা শান্তি ও ভালোবাসার দূত। প্রতিটি শিশু ও যুবককে হাসিমুখে অন্যদের সাথে মিলিত হতে দেখেছি। কেউ অপরের ভাষা বুঝতে না পারলেও হাসিমুখে তাকে স্বাগত জানাতো এবং সেই অতিথির ভাষায় কিছু না কিছু বলার চেষ্টা করত। এই জলসা সালানা প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের এক অনেক বড় উদাহরণ। তিনি বলেন, আমি এই জলসাকে প্রকৃত শান্তি ও সম্প্রীতির মিলনকেন্দ্র বলব। এই জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ নিজে ত্যাগ করে অন্যদের আরামের প্রতি খেয়াল রাখে। এরপর তিনি বলেন, আপনাদের জলসা আমার জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বরূপ যেখানে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। এত বড় সমাবেশে আমি কাউকে ধাক্কাধাক্কি করতে দেখিনি।প্রতিটি কাজ সুশৃঙ্খলভাবে ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চলছিল। আমার জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, কর্তব্যরত প্রত্যেক ছোট ও বড় অতিথিদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত ছিল। আকার ইঙ্গিতে কিছু চাওয়া হলে আর সেই জিনিস না থাকলেও তৎক্ষণাত তা ক্রয় করে প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করা হতো। সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল, জলসায় অংশগ্রহণকারী সবার নিরাপত্তার জন্য কার্যকর এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা। নিরাপত্তার একটি উন্নত ও উত্তম পরিকল্পনা করা হয়েছিল যার ফলে মনে হচ্ছিল যেন কোন প্রফেশনাল বা দক্ষ টীম এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে অথচ না আমি সেখানে কোন পুলিশ সদস্য আর না-ই কোন সেনাবাহিনীর লোক দেখতে পেয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমি জানার চেষ্টা করতে থাকি যে, এই ব্যবস্থাপনার পিছনে রহস্য কী? অবশেষে আমি অনুধাবন করি, এরা এক খিলাফতের অনুসারী আর এ কারণে তাদের মাঝে এমন একটি জাতি গঠিত হয়েছে যারা সব ধরনের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে। অতএব, বহিরাগতদের অভ্যিব্যক্তি এমনটিই হয়ে থাকে।

এরপর বেনীনের একজন সাংবাদিক এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এই জলসার উন্নত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যদি কাউকে বলা হয় তাহলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি বিশ্বাস করবে না যতক্ষণ স্বচক্ষে তা না দেখবে। আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি আশার বাণী লাভ করেছি। পৃথিবীর সর্বত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের জলসায় সেসব যুবক এবং শিশুদের দেখেছি যারা নিজেদের জন্য কথা না ভেবে অন্যদের সেবা করার জন্য উপস্থিত এবং প্রস্তুত থাকে। এসব যুবক এবং শিশুদের মাধ্যমে এক নতুন পৃথিবী জন্ম নিবে যেখানে কোন স্বার্থপরতা থাকবে না বরং অন্যদের সেবা করাই হবে পরম লক্ষ্য। আর এই উন্নত শিক্ষার সাথে ইসলাম আহমদীয়াত আজ অন্যদের জন্য এক পরিস্কার দর্পণ স্বরূপ যা ইসলামের মনোরম চেহারা বিশ্ববাসীকে প্রদর্শন করছে। তিনি বলেন, আমি সাংবাদিক হওয়ার কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গায় গিয়েছি, আমি সৌদি আরবে হজ্জ-এর ব্যবস্থাপনা দেখেছি, ইরানেও বিভিন্ন বড় বড় সমাবেশে অংশ নিয়েছি, আমি জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত বড় বড় কনফারেন্সেও যোগদান করেছি কিন্তু এমন উন্নত ব্যবস্থাপনা আমি অন্য কোথাও দেখতে পাইনি। এর কারণ হলো, সেসব একনিষ্ঠ এবং মানবপ্রেমী ও মানবতার সম্মান প্রদানকারী যুবক, শিশু ও বৃদ্ধ যারা এই জলসায় সেবা দানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং যারা সর্বদা তাদের খলীফার দিক-নির্দেশনা লাভ করে। তিনি বলেন, আমি আমার মনের অবস্থা সঠিকভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে অপারগ। তিনি আরো বলেন, এটি আমার জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা যে, জীবনের সকল ক্ষেত্র এবং পেশার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের

এখানে হাসিমুখে অতিথিদের সেবা করতে দেখা গেছে। আমি একথা জানতে ব্যর্থ হয়েছি যে, তাদের মাঝে কে ধনী এবং কে গরীব। একইভাবে এবং একই উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাদেরকে অন্যদের আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করতে দেখা গেছে। তিনি বলেন, এমটিএ'র ব্যবস্থাপনাও আমাকে খুবই বিস্মিত করেছে। আমি বেনীনে ন্যাশনাল টিভির ডাইরেক্টর ছিলাম। আমি আজ পর্যন্ত টিভি'তে সরাসরি সম্প্রচারিত কোন অনুষ্ঠানের এত উন্নত ব্যবস্থাপনা আর কোথাও দেখতে পাইনি। জাতিসংঘেও এতগুলো ভাষায় সরাসরি অনুবাদ করা হয় না যতটা আপনাদের এখানে এমটিএ'র মাধ্যমে বিভিন্ন বক্তৃতার সরাসরি অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল। এই জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে নিজ ভাষায় সরাসরি বক্তৃতা সমূহের অনুবাদ শুনে এটি অনুভব করেছে যেন এই জলসা তার নিজের দেশেই হচ্ছে, তার ভাষায় এবং তার জাতিতেই হচ্ছে। আমি আহমদীয়াতের কাছে এটি শিখেছি যে, ঈমানকে অন্যান্য সব বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দাও আর সত্যেরই বিজয় হয়। শক্তিশালীই সর্বদা শক্তিশালী থাকে না। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি বলব, কেউ সঠিকভাবে আমল করলে খোদার সাথে সাক্ষাতের পথ আজও উন্মুক্ত আছে।

কঙ্গোর কিনশাসার একটি অঞ্চলের এটর্নি জেনারেল সাহেবও এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ২৫ বছর যাবত ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত আছি। আমি গভীরভাবে জলসা পর্যবেক্ষণ করেছি আর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ঐক্য ও একতা না থাকলে শুধুমাত্র ধন-সম্পদের মাধ্যমে কিছুই করা সম্ভব নয়। আপনারা এক দেহের ন্যায় হয়ে গেলেই সব কিছু করা সম্ভব হয়। জলসার কর্মীরা এক দেহের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল বলেই তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে। একটি জঙ্গলকে তারা বসবাসযোগ্য করে তুলেছে যেখানে সবকিছু সহজলভ্য ছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, আবাসস্থল, রেডিও ও টিভি স্টেশন যা বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ধনী, গরীব, বড় বড় পদাধিকারী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষিত শ্রেণী, জ্ঞানীগুণী সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছিল। প্রায় চল্লিশ হাজার অতিথির খাবার-দাবার, তাদের আনা-নেওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার প্রতি খেয়াল রাখা কোন সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু এই কঠিন কাজ প্রায় ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবী কোন হৈ-হট্টগোল এবং বিশৃঙ্খলা ছাড়াই সানন্দে করছিল। এসব স্বেচ্ছাসেবীর মধ্যে তিন বছর থেকে আরম্ভ করে আশি বছর বয়সী লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ শিশু এবং বৃদ্ধরাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব স্বেচ্ছাসেবী অন্যদের সেবা করে আনন্দিত হচ্ছিল। আমি তো সর্বত্র কেবল ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বই দেখতে পেয়েছি। তিনি বলেন, আমি মনে করি আহমদীয়া জামাত অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে কাজ করছে আর এরা কখনো ব্যর্থ হবে না, ইনশাআল্লাহ্। আমি সবাইকে এ কথাই বলতে চাই যে, এই জামাতকে যদি নিকট থেকে দেখেন তাহলে আপনারা নিজেরাই (এর সত্যতা) বুঝতে পারবেন। তিনি আরো বলেন, আমি যখন জলসায় আসি তখন শুধুমাত্র প্রথম আধা ঘন্টা নিজেকে অপরিচিত বা বহিরাগত মনে হয়েছে। এরপর মানুষ নিজে থেকেই আমার সাথে এসে সাক্ষাৎ করতে থাকে। এমন মনে হচ্ছিল যেন আমরা সবাই একে অপরকে বহু বছর ধরে জানি। এটিও জলসার একটি সৌন্দর্য, শুধু জলসার কর্মীরাই অন্যদের ওপর প্রভাব ফেলে না বরং জলসায় অংশগ্রহণকারীরাও অন্যদের প্রভাবিত করতে থাকে আর এর মাধ্যমে এক ধরনের নীরব তবলীগ হতে থাকে। অতএব এদিক থেকে যেখানে ডিউটি প্রদানকারীদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তারা নিজেদের কর্মদ্বারা ইসলামের বাণী প্রচার করছেন এবং

অমুসলমানদের প্রভাবিত করছেন আর সেই সাথে আল্লাহ্ তা'লা কৃপাভাজন হচ্ছেন সেখানে অংশগ্রহণকারী আহমদীদেরও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, তিনি তাদের মাধ্যমে এক নীরব তবলীগের কাজ করাচ্ছেন।

নাইজারের রাষ্ট্রপতির ধর্মবিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টাও এ বছর জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি প্রায় সারা বছরই সফরে থাকি এবং ধর্মীয় সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কখনো এমন আধ্যাত্মিক দৃশ্য দেখিনি। জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে নূর বর্ষিত হচ্ছে। বয়আতের দৃশ্য দেখার পর তিনি বলেন, আমি যেন বয়আতে রিযওয়ান-এ অংশ নিয়েছি।

জাপান থেকে এক বন্ধু আয়োমা ইউসুফ সাহেব অংশগ্রহণ করেন যিনি সুপরিচিত স্কলার এবং জাপানের কৃষিবিভাগের প্রধান। তিনি বলেন, আহমদী যুবক এবং শিশুদের সেবা করার স্পৃহা প্রশংসার যোগ্য। বর্তমানে পৃথিবীর যে কোন জাতিতে এমন যুবক প্রায় নেই বললেই চলে যারা স্বেচ্ছায় এমন সেবা করে যাচ্ছে। এই দৃশ্য কেবল জলসা সালানাতেই দেখা যায়, কোথাও যুবকরা ছোটাছুটি করে খাবার খাওয়ানোর কাজে ব্যস্ত, কোথাও কেউ অতিথিদের আনা-নেওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থায় রত, কোথাও শিশুরা পানি পান করাচ্ছে, আবার কোথাও বয়স্করা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রয়েছে। আর বিশেষ করে শিশুদের উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এতে অংশ নেয়া এ কথা সুস্পষ্ট করছে যে, আহমদীয়াতের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়ই আলোকিত আর ইনশাআল্লাহ্ এমনই হবে।

এরপর উগান্ডার ভাইস প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড সেকান্দি সাহেবও এসেছিলেন। তিনি বলেন, যখন তাকে জলসা গাহ্ পরিদর্শন করানো হয় এবং বলা হয় যে, সকল কর্মীই স্বেচ্ছাসেবী তখন তিনি খুবই আশ্চর্য হন। এরপর নিরাপত্তার দায়িত্বে কর্তব্যরতদের দেখে তিনি জানতে চান, অন্যান্যরা তো স্বেচ্ছাসেবী ঠিক আছে, কিন্তু এদেরকে নিশ্চয় অর্থ দেয়া হয়। উত্তরে যখন তাকে জানানো হয় যে, এখানে কর্মরত সবাই স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে কাজ করছে তখন তিনি খুবই প্রভাবিত হন। তিনি বলেন, আমি আমার সারা জীবনে মুসলমানদের এত বড় সমাবেশ দেখিনি যেখানে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে অবস্থান করছে। আর আমি মুসলমানদের সম্পর্কে একথাই শুনেছিলাম যে, তারা মানুষের শিরোচ্ছেদ করে এবং অন্যদের কষ্ট দেয়। উগান্ডাতেও মুসলমানরা পরস্পর লড়াই করতে থাকে এবং সরকারকে মাঝে-মধ্যেই সেখানে হস্তক্ষেপ করতে হয়। কিন্তু এখন আমি জানতে পেরেছি যে, কারা সত্য এবং প্রকৃত মুসলমান কারা আর ইসলামের শিক্ষা হল, শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা।

রাশিয়া থেকে একজন অতিথি এসেছিলেন, ডক্টর রীনা সেরীন্‌কো সাহেবা। তিনি রাশিয়ায় ইন্সটিউট অব ওরিয়্যান্টাল স্টাডিজ-এ অধ্যাপিকা। তিনি বলেন, জামাতের এই জলসায় অংশগ্রহণ আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল যা আমি কখনো ভুলব না। এর কারণ শুধু এটিই নয় যে, জলসার ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল বরং এর অনেক বড় একটি কারণ হল, জলসার পরিবেশ আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর ছিল। আহমদীয়া জামাত প্রত্যেক নতুন আগমনকারীকে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং উন্নত মানের আতিথেয়তার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত এবং নতুন চেহারা দেখিয়ে থাকে।

এরপর আইসল্যান্ড থেকে একজন অতিথি এসেছিলেন। তিনি বলেন, এই জলসায় অংশগ্রহণ আমার জীবনের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা সমূহের একটি ছিল। চল্লিশ হাজার লোককে এক জায়গায় একত্রিত দেখে আমার ঈমান পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে আগত এত সংখ্যায় মানুষকে পরম শান্তি এবং ভালোবাসার সাথে মিলেমিশে থাকতে দেখে আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব পড়েছে। আমি আপনাদের আতিথেয়তার জন্য খুবই কৃতজ্ঞ আর আমি ইসলামের প্রকৃত শান্তি এবং ভালোবাসার বাণী প্রচারের চেষ্টা করব। অতএব, এই যে আমাদের জলসার পরিবেশ, এটি দেখেও মানুষ খুবই প্রভাবিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা অনেক সময় হয়তো এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা মন্দ প্রভাব ফেলতে পারে। অতএব, এটিও আল্লাহ্ তা'লার ফযল তথা অনুগ্রহ যে, তিনি দুর্বলতা ঢেকে রাখেন এবং অতিথিদের সামনে এমন ঘটনা ঘটে না। এ বছরও এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা ঘটা উচিত হয়নি। কতিপয় লোক নিজেদের মাঝে ঝগড়া-বিদাদও করেছে। এমন লোকদের খেয়াল রাখা উচিত, তারা কেবল জামাতের জন্যই দুর্ণামের কারণ হচ্ছে না বরং বহিরাগত অতিথিদের এমন এক বাণী দিচ্ছে যা ইসলাম থেকেও তাদের দূরে ঠেলে দেয় এবং আহমদীয়া জামাতকেও সেসব লোকদের দলভুক্ত করে দেয় যাদের সম্পর্কে মানুষ সুধারণা পোষণ করে না। প্রত্যেক আহমদীর জলসার সময় বিশেষভাবে এবং এমনিতেও সাধারণভাবে এ কথার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত।

গ্রীস থেকে যে প্রতিনিধি দল এসেছিল তাদের একজন বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে স্বেচ্ছাসেবীরা সমস্ত কাজ করেছে। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিদের সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখন আমি কতটি দেশ থেকে মানুষ এসেছে তা জানার জন্য একটি তালিকা তৈরি করতে আরম্ভ করি। আমি খুবই অবাক হই যে, আমার তালিকায় দেশের সংখ্যা ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, জলসার তৃতীয় দিন যখন মার্কিতে বয়আতের অনুষ্ঠান দেখি তখন এটি আমার জন্য অত্যন্ত আধ্যাত্মিক একটি অভিজ্ঞতা ছিল। আমি অনেক মানুষের চেহারা আবেগে আপ্লুত দেখতে পাই। সত্যিই এটি খুব সুন্দর মনোরম এক দৃশ্য ছিল।

এরপর মেসিডোনিয়া থেকেও একটি বড় দল এসেছিল। তাদেরই একজন মহিলার অভিব্যক্তি বর্ণনা করছি। তিনি বলেন, জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা আমাকে খুবই বিস্মিত করেছে। প্রত্যেক অতিথির জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিস এখানে উপস্থিত ছিল। অতিথিদের সেবায় রত ছোট ছোট শিশুদের দ্বারা আমি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছি।

গুয়েতেমালার একজন সাংসদ যার নাম খিও সেলিয সাহেব, তিনি বলেন, অতিথিদের সেবার মান ঈর্ষাযোগ্য ছিল। এভাবে শিশুদেরকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে কাজের জন্য প্রস্তুত করা হয় যেন তারা সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে, এটি সত্যিই অনুকরণীয়।

অতএব জলসা সার্বিকভাবে প্রত্যেক আহমদীর জন্য যেখানে বিশ্বাস এবং ব্যবহারিক কর্মকান্ডের দিক থেকে উত্তম দৃষ্টান্ত পরিস্ফুটিত হয়ে থাকে সেখানে কর্মের সংশোধনের প্রতিও অধিকাংশের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ সংশোধন করে থাকে এবং এই জলসা অন্যদের ওপরও প্রভাব ফেলে। জলসা শুধুমাত্র তরবিয়তেরই অংশ নয় বরং এখন তো এটি এতই বিস্তৃত হয়েছে যে, এই জলসা সালানা আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলাম প্রচারের নিত্য-নতুন পথ উন্মোচিত

করছে। এর মূল এবং প্রধান উদ্দেশ্য হল, জামাতের সদস্যদের তরবিয়ত। কিন্তু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এখানে আগমনের ফলে তবলীগের নিত্য-নতুন দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। অতিথিরা একথার বহিঃপ্রকাশ করেন যে, ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল না আর প্রচার মাধ্যম এবং বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন বা দল ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে ইসলামকে উপস্থাপন করে সেটিই আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। তাদের অধিকাংশই বলেন, মুসলমানের নাম শোনামাত্রই সন্ত্রাস এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আর অন্যায়-অবিচারের দৃশ্যাবলী আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে কিন্তু আজ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উত্তম দৃষ্টান্ত অবলোকন করে আমরা এখন নিজেদের গন্ডি ও পরিবেশে মানুষকে এটা বলতে পারব যে, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা দেখতে হলে আহমদীয়া জামাতকে দেখ।

এরই ধারাবাহিকতায় আমি এখন আরো কিছু অভিব্যক্তি বর্ণনা করছি। গুয়েতেমালার সাংসদ আলিয়ানা সাহেবা বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জলসা সালানায় এটি আমার প্রথম অংশগ্রহণ আর এটি আমার জন্য খুবই মনোরম এক অভিজ্ঞতা ছিল। আমি এখানে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। জামাতের ব্যবস্থাপনা দেখে প্রভাবিত হয়েছি। বিশেষ করে তাদের আতিথেয়তা এবং প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা ছিল ঈর্ষণীয়। বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা এবং বিভিন্ন জাতির লোক হওয়া সত্ত্বেও এমন ভালোবাসাপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দৃশ্য অবশ্যই অনুকরণীয় ও সম্মানযোগ্য। এই জলসায় অংশগ্রহণ আমার জীবনের স্মরণীয় একটি ঘটনা যার ফলে আমার হৃদয় উদ্বেলিত এবং আমি তা উপলব্ধি করেছি। তিনি বলেন, এখান থেকে না ভুলার মত অনেক উত্তম এবং স্মরণীয় স্মৃতি নিয়ে এবং এই আশায় আমি নিজ দেশ গুয়েতেমালায় ফিরে যাচ্ছি যে, আগামীতেও আমি যেন এই আশিসপূর্ণ জলসায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করি।

একজন অ-আহমদী বন্ধু যাকারিয়া সাদী সাহেব যিনি পিএইচডি'র শিক্ষার্থী, তিনি বলেন, আমি মনে করি, জলসা সালানা এক অসাধারণ সুন্দর অনুষ্ঠান। আমার দৃষ্টিতে ইসলামের মনোরম চেহারা দেখানোর জন্য এটি খুবই উপযুক্ত একটি মাধ্যম। এছাড়া জলসার মাধ্যমে এই বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে সামনে এসেছে যে, আহমদীয়া জামাত গোটা বিশ্বে মানুষের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত যেমন, আফ্রিকার দেশ সমূহে দরিদ্রদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা, তাদের জন্য পানীয় জল সরবরাহ করা এবং অন্যান্য উপকরণাদীর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

এরপর আরেকজন বন্ধু, আমার মনে হয় অমুসলমান, তার নাম টোনি ওয়াইটিং সাহেব, তিনি বলেন, জামাতকে দেখে আমি একথা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করি যে, যুক্তরাজ্যের মানুষ আপনাদের জামাত থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে বিশেষতঃ কমিউনিটি বা সম্প্রদায় কীরূপ হওয়া উচিত আর কীভাবে একাত্মা হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-প্রেচেষ্টা করতে হয় এবং কীভাবে যুব সম্প্রদায়কে শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্বের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য সমাজের মূল্যবান ও সক্রিয় অংশে পরিণত করা যায়। আপনাদের সম্প্রদায়কে দেখে সবসময় অবাক হই এ কারণে যে, বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে মানুষ কেন আপনাদের জামাতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন।

এছাড়া নবাগতদেরও বিভিন্ন অভিব্যক্তি রয়েছে। জলসা তাদের জন্যও তরবিয়তের একটি মাধ্যম হয়ে থাকে। গুয়েতেমালার একজন নবাগত আহমদী লুইস আলফ্রেদো সাহেব বলেন, বিশ্বময় প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা প্রচারকারী এমন এক জামাতের সদস্য হওয়া আমার জন্য সত্যিই মহা

সৌভাগ্যের ব্যাপার। এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জামাতে আহমদীয়ার সালানা জলসা যাতে বিভিন্ন জাতি এবং রঙ-বর্ণের মানুষ থাকা সত্ত্বেও এটি ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এক ব্যবহারিক নমুনা। আর আপনাদের ব্রতঃ **'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'** -এর বাস্তব নমুনা জলসা সালানায় দৃষ্টিগোচর হয়।

এরপর বেলজিয়ামের এক বোন ফাতেমা দিয়ালু সাহেবা তার দু'সন্তানসহ জলসায় অংশগ্রহণ করেন এবং সন্তানদের সাথে নিয়েই তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমাকে আমার স্বামী জামাতের সাথে পরিচিত করিয়ে ছিলেন কিন্তু আমি জামাত সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে ছিলাম কেননা, কেউ বলতো জামাতে আহমদীয়া অন্যান্য ফির্কার মতই একটি ফির্কা, আবার কেউ বলতো এরাতো মুসলমানই নয়। তাই আমি সিদ্ধান্ত নেই, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি এর সত্যতা যাচাই করব। জলসায় অংশ নেয়ার পর আমি জানতে পারি, আহমদীয়া জামাতের লোকজন অত্যন্ত ভালো এবং ভদ্র আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, তারাই সত্যিকার মুসলমান। এরপর তিনি আমার বক্তৃতা সমূহের উল্লেখ করে বলেন, সেসব বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর হাদীস সমূহের উল্লেখ করা হয় যেখানে শান্তি, নিরাপত্তা, সত্যতা, দৃঢ়তা ও সহমর্মিতার শিক্ষা ছিল। তিনি আরো বলেন, খোদা তা'লার অপার কৃপা যে, তিনি আমাদের সেই পথ দেখিয়েছেন যা আমাদেরকে তাঁর পানে পরিচালিত করে। এরপর তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন যে, অনেক স্বেচ্ছাসেবী কর্মী দিনরাত চরম ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নিরাপত্তার খেয়াল রাখেন এবং আমাদের প্রতি অনেক সম্মান প্রদর্শন করেন।

এরপর জাপানের একজন অধ্যাপক সাহেব যার উল্লেখ পূর্বেই আমি করেছি তিনি বলেন, জলসায় ৮০টি দেশের প্রায় ৩০ সহস্রাধিক লোক অংশ গ্রহণ করে। প্রথম দিন আমার কাছে মনে হয়েছে এই জলসা সালানা এবং এখানে যেসব পতাকা উড্ডীন করা হয়েছে সেগুলো ঠিক যেন জাতিসংঘের চিত্র অঙ্কন করছে। কিন্তু আমি যখন যুগ খলীফার সমাপনী বক্তৃতা শুনি তখন আমার ধারণা পাল্টে যায় কেননা, জাতিসংঘে তো কেবল প্রত্যেক দেশের দূতরা অংশগ্রহণ করে এবং নিজ নিজ স্বার্থের কথা বলে তা উচিত হোক বা অনুচিত। কিন্তু যুগ খলীফা সারা পৃথিবীর জন্য ন্যায় বিচারের কথা বলেছেন আর এ বিষয়টিই জলসা সালানাকে জাতিসংঘ থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

এ বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রচার মাধ্যমেও গত বছরের তুলনায় জলসার সংবাদ অনেক বেশি ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। প্রেস এবং মিডিয়া বিষয়ক আমাদের যে কেন্দ্রীয় বিভাগের কর্মকর্তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী এই প্রচারণা জলসার পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং বিবিসি, রেডিও ফোর, দি ইকোনোমিস্ট, দি গার্ডিয়ান, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, চ্যানেল ফোর, ডেইলি টেলিগ্রাফ, ডেইলি এক্সপ্রেস, ডেইলি মেইল যা পৃথিবীতে সবচেয়ে বহুল পঠিত অনলাইন সংবাদপত্র। দি সান, এটি যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে বেশি পঠিত সংবাদপত্র। রেডিও এলবিসি, লন্ডন লাইভ টিভি, স্কাই নিউজ, চ্যানেল ফাইভ, স্কটিশ টিভি, বেলফাস্ট টেলিগ্রাফ এবং নটিঙ্গহাম পোষ্ট ইত্যাদি সবগুলোতেই জলসার সংবাদ ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া বিবিসির বিভিন্ন আঞ্চলিক স্টেশনসমূহেও সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এভাবে তাদের ধারণা হলো প্রিন্ট এবং অনলাইন মিডিয়া পাঠকদের সংখ্যা আনুমানিক ৪১মিলিয়ন এবং রেডিওর শ্রোতাদের সংখ্যা ২.৪৮ মিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় আড়াই মিলিয়ন হবে। টেলিভিশন দর্শকদের সংখ্যা ১ মিলিয়ন আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৯১ মিলিয়ন

লোকের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। এভাবে যদি সব একত্রিত করা হয় তাহলে মোট সংখ্যা ১৩৫ মিলিয়ন দাঁড়ায় কিন্তু তারা সাবধানতা অবলম্বন করতঃ এই রিপোর্ট লিখেছেন যে, আমরা যদি ধরে নেই যে, সবাই পত্রিকা পড়ে না এবং পাঠকরাও সব সংবাদ পড়ে না আর তাই এই মোট সংখ্যার ২০ শতাংশও যদি হিসেবে নেয়া হয় তবুও ১৮ মিলিয়ন এর অধিক লোকের কাছে এই সংবাদ অর্থাৎ জলসার সংবাদ এবং আহমদীয়া জামাতের শান্তি ও সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার বাণী পৌঁছেছে।

এই যে নীতি বা ফরমূলা অবলম্বন করা হয়েছে সে অনুযায়ী গত বছরের সংখ্যা এর তুলনায় অনেক কম ছিল। আমরা যদি কেবল ২০ শতাংশই গণনা করি তবুও গত বছরের তুলনায় ৬ মিলিয়নের চেয়ে বেশি লোকের কাছে এই বাণী পৌঁছেছে। আর এমনিতেও আমার ধারণা হলো, এই সংখ্যা ১শ মিলিয়নের ওপরে হবে যদিও গতবছর তা এভাবে গণনা করা হয়নি। এই প্রচারণায় আমাদের প্রেস এবং মিডিয়া বিভাগও হতবাক হয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লারই বিশেষ কৃপা যার ফলে এদিকে এত বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের তবলীগ বিভাগের মিডিয়া টিমের রিপোর্ট অনুযায়ী সাউথ ওয়েষ্ট লন্ডনার নামের একটি পত্রিকায় ৩টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, অনলাইনে এই পত্রিকার পাঠক সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। স্কটল্যান্ডের হেরাল্ড ম্যাগাজিনে জলসার বরাতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর পাঠক সংখ্যাও ১লাখ বা পৌনে দু'লাখ বলা হয়। এছাড়া বেলজিয়ামের দু'টি জাতীয় পত্রিকা জলসার বরাতে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। গায়ানা থেকে একজন মহিলা সাংবাদিক তার ক্যামেরাম্যানসহ জলসায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানকার টিভি জি চ্যানেলে বৃহস্পতিবার থেকে নিয়ে রবিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যার খবরে জলসা সালানার বরাতে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া গায়ানার বিখ্যাত পত্রিকা গায়ানা টাইমস-এও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাবধানতাবশতঃ যে অনুমান করা হয়েছে সে অনুযায়ী টিভি চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা ২ লক্ষাধিক অপর দিকে গায়ানা টাইমস পত্রিকার পাঠক সংখ্যা ৩ লক্ষাধিক।

এসব সংবাদপত্রে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর কারণে পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। মানুষ এসব প্রবন্ধের নিচে নিজেদের মন্তব্য লিখেছে। অনেকের মন্তব্য হচ্ছে, আহমদীয়া জামাতের ফির্কাটি অন্যান্য সকল ফির্কা থেকে স্বতন্ত্র এবং সত্যিকার অর্থেই তারা শান্তিপ্রিয় লোক যদিও অন্যান্য মুসলমানরা তাদেরকে ঘৃণা করে।

এরপর একজন লিখেছেন, আহমদীয়া জামাত একটি শান্তিপ্রিয় জামাত তথাপি পৃথিবী জুড়ে সুন্নী মুসলমানরা তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করে এবং তাদেরকে কাফির বলে। তিনি আরো বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা হিন্দুদের প্রভু কৃষ্ণকে নবী মনে করে। এরা খুবই শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য মুসলমান থেকে পৃথক আর এ কারণেই পৃথিবীজুড়ে তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার চালানো হচ্ছে।

এছাড়া কেউ কেউ পত্রিকাকে একথাও লিখেছে যে, আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে সংবাদ পাঠ করে ভালো লেগেছে। আমরা আশা করি, আহমদীয়া জামাত সেসব লোকদের ওপরও প্রভাব ফেলবে যারা ইসলামকে উগ্রপন্থী মনে করে।

এছাড়া একজন একথাও লিখেছেন, মানুষ বলে যে, মুসলমানরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কবে সোচ্চার হবে। একইভাবে এই লেখক আরো লিখছেন, পত্রিকায় পড়েছি আহমদী মুসলমানরা ব্যাপক পরিসরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যাচ্ছে এবং আহমদীরা তো দীর্ঘ সময় ধরে সন্ত্রাসের কঠোর

নিন্দা করছে কিন্তু মানুষ তাদের কথার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না এবং প্রচার মাধ্যমের অন্যান্য সংবাদের ওপর ভিত্তি করে মুসলমানদেরকে মূল্যায়ন করে যাচ্ছে।

ফ্রান্স থেকে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রেক্ষিতে একজন লিখেছেন, আমি আশা করি ফ্রান্সেও এমন একটি জলসা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে সন্ত্রাসীরা অন্যদের ওপর নিজেদের মতামত চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ পাবে না।

অনেকের অনুভূতি এরকম ছিল যে, অনেক দিন থেকেই তারা এর আবশ্যকতা অনুভব করছে কিন্তু এই কাজ এখন হচ্ছে, যদিও জামাতে আহমদীয়া শত বছরেরও অধিক সময় ধরে এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। প্রেস এবং মিডিয়া আমাদের সংবাদ এ কারণে প্রচার করে না কেননা এখানে তাদের মনের মত জিনিস নেই। এখন যেহেতু প্রচার মাধ্যম আমাদের কথা প্রচার করতে শুরু করেছে তাই তারা ভাবছে এরা হয়তো এবারই প্রথম এই কাজ করছে।

এমটিএ আফ্রিকা এবং অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে আফ্রিকাতেও ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা হয়েছে। এবারই প্রথম এমটিএ আফ্রিকা ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে। পূর্ব এবং পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শত শত মানুষ এর জন্য মোবারকবাদের বার্তা পাঠিয়েছে।

এমটিএ আফ্রিকা ছাড়াও নিম্নোক্ত টিভি চ্যানেলগুলো জলসা সম্প্রচার করেছে। ঘানা ন্যাশনাল টেলিভিশন, সাইনপ্লাস টিভি ঘানা, টিভি আফ্রিকা, সিয়েরালিওন ন্যাশনাল টিভি এবং এমআই টিভি নাইজেরিয়া। বেনীনের একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেল ইটেল-এ আমার বক্তৃতার পুরোটাই সম্প্রচার করেছে। কঙ্গো ব্রাজভিলের এক নিদৃষ্ট এলাকাতেও জলসার অনুষ্ঠান টিভি এবং রেডিওতে সম্প্রচার করা হয়েছে। উগান্ডার ব্রডকাস্টিং করপোরেশন প্রথমে জলসার সম্প্রচার করতে অপারগতা জানালেও অবশেষে তারাও জলসা সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছে। এছাড়া উগান্ডার পাশাপাশি রুয়ান্ডাতেও জলসার সম্প্রচার দেখা গেছে।

মিডিয়ার প্রচারণা এবং জলসার কারণে অনেক বয়আতও হয়েছে। কঙ্গো ব্রাজভিলের এক খ্রিষ্টান বন্ধু জনাব ওয়েলী-কে মিশন হাউসে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা দেখার আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি তিন দিনই জলসা সালানা দেখেন এবং জলসা শেষে তিনি বলেন, আমি প্রথমে মুসলমানদের বিষয়ে খুবই ভীত-ত্রস্ত ছিলাম কিন্তু এখানে এসে আমি দেখেছি, সব ক্ষেত্রেই প্রেম ভালোবাসার কথা হচ্ছে। আর বিশেষভাবে যুগ খলীফার বক্তৃতাসমূহ্ আমাকে বিমোহিত করেছে। জামাতে আহমদীয়ার স্বপক্ষে এখন আমার কোন দলীল প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আমি বয়আত করে জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।

এছাড়া এক স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের স্ত্রী খ্রিষ্টান ছিলেন, তাকে অনেক তবলীগ করা হয়েছে কিন্তু তিনি বয়আত করেননি। এবার তিনি জলসার কার্যক্রম দেখেন আর আমার বক্তৃতা শোনার পর তিনি বলেন, এই বক্তৃতা আমাকে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হতে বাধ্য করছে কেননা, এখানেই পরম সত্য রয়েছে আর জীবন যাপনের রীতি-নীতি ও পদ্ধতি শিখাচ্ছে।

অতএব আমি মাত্র এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। এরকম অগণিত উদাহারণ আমার কাছে এসেছে এবং হয়তো আরো অনেক আসবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির গন্ডি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। তাই এদিক থেকে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গন্ডিও প্রশস্ত হওয়া উচিত যেন আমরা لَأَزِيدَنَّكُمْ-এর উত্তরাধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পুরস্কাররাজিকে ব্যাপকতর করতে থাকুন।

অতএব, জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক আহমদী বরং যারা এখানে শামিল হতে পারেন নি এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে দেখেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গন্ডীকে সেই পর্যায়ে উপনীত করার চেষ্টা করা উচিত আর এর একমাত্র পদ্ধতি হল, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমলকারী বা অনুশীলনকারী হই। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। এছাড়া আমি ব্যবস্থাপনাকেও বলব, সময় অনেক হয়ে গেছে, ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বেশি কথা বলব না, অনেক ঘাটতি রয়েছে। অনেক জায়গা থেকে আমাকে এই বিষয়ে অবগত করা হয়েছে যেমন স্ক্যানিং-এর বিভাগ এবং অন্যান্য জায়গায় যেমন পার্কিং এর জায়গা আর একইভাবে নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও কিছু দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অতএব এ ক্ষেত্রে আরো ভাল পরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক। তাই ব্যবস্থাপনার এখন থেকেই কাজ শুরু করে দেয়া উচিত যে, কি পরিকল্পনা করতে হবে আর কীভাবে এসব ঘাটতি দূর করা যায়। কীভাবে সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যায় তা চিন্তা করুন আর আমাকে এর রিপোর্ট দিন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।